

নাবালিকা ছাত্রী খুনের তদন্তে মালদা পৌঁছল রাজ্য ফরেনসিক দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা

ইংরেজবাজারে মুভুচ্ছেদ করে নাবালিকা ছাত্রী খুনের ঘটনায় তদন্তে এল রাজ্য ফরেনসিক দল। এই খুনের ঘটনায় ধৃত শ্রীকান্ত কেশরী যেভাবে তদন্তে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে তাতেও পুলিশকর্তাদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে বলে সূত্রের খবর। শুক্রবার দুপুরে ইংরেজবাজার শহরের আম মার্কেটে তদন্তে পৌঁছায় রাজ্য ফরেনসিক দলের প্রধান ডা চিত্রাক্ষ সরকার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরো এক সহকর্মী। এদিন ইংরেজবাজার থানার আইসি সজ্জায় যোষ সহ পদস্থ পুলিশ কর্তাদের উপস্থিতিতেই রক্তমাখা মাটি সহ বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায় ফরেনসিক দলের কর্তারা। যদিও এর আগে গত মঙ্গলবার শিলিগুড়ি থেকে ফরেনসিক দলের একটি টিম এসে খুনের জায়গা তদন্ত করে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।

এদিন রাজ্য ফরেনসিক দলের প্রধান ডা চিত্রাক্ষ সরকার জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে ঘটনার



সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না। যে জায়গায় খুনের ঘটনাটি ঘটেছে সেখানকার কিছু নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পাশাপাশি নমুনা সংঘের বিষয়গুলিও ক্ষতিয়ে দেখা হবে।

এদিকে এই নাবালিকা ছাত্রীর নৃশংস খুনের ঘটনাটি নিয়ে পরপর তিনজন তদন্তকারী পুলিশকর্তা বদল করা হল। বর্তমানে এই খুনের ঘটনার তদন্তকারী হিসেবে রয়েছেন ইংরেজবাজার থানার সাব-ইন্সপেক্টর

বোটন প্রসাদ। এছাড়াও জেলার পুলিশ সুপার, ডিএসপি, আইসি সহ একাধিক পদস্থ কর্তারা ধৃতকে পুলিশি হেপাজতে থাকাকালীন জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পুলিশি তদন্তে কোনওরকম সহযোগিতা করছে না ধৃত শ্রীকান্ত কেশরী বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এমনকী নানাভাবে পুলিশকে তদন্তে অসহযোগিতা করার পাশাপাশি বিভ্রান্ত তৈরি করছে। এই নাবালিকা

ছাত্রী খুনের ঘটনার এগারো দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত উদ্ধার হয়নি ব্যবহৃত ঘাতক অস্ত্রটি।

উল্লেখ্য, গত ২৯ জানুয়ারি ইংরেজবাজার শহরের উত্তর বালুচর এলাকার বাড়ির সামনে থেকেই নির্খোঁজ হয় পঞ্চম শ্রেণির ১১ বছর বয়সি নাবালিকা ছাত্রী সৃষ্টি কেশরী। এরপরই পরিবারের লোকেরা ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ৩১ জানুয়ারি গভীর রাতে মুভুচ্ছেদ অবস্থায় আম মার্কেটের পরিত্যক্ত জঙ্গল থেকে ওই ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় মৃতের এক কাকাতো দাদা শ্রীকান্ত কেশরীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রাথমিক জেরায় ধৃত খুনের কথা স্বীকার করে। মালদা আদালতের মাধ্যমে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১২ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তারপর থেকে তদন্ত শুরু হলেও এখনো ঘাতক অস্ত্রটির উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। এছাড়াও বিভিন্ন রকমভাবে তদন্তে

পুলিশকে বিভ্রান্তি তৈরি করছে ধৃত শ্রীকান্ত কেশরী বলে অভিযোগ।

এদিকে এই নাবালিকা ছাত্রী খুনের ঘটনার পর রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ, অবরোধ, মোমবাতি মিছিল করেছেন সর্বস্তরের মানুষ। চতুর্দিকে দাবি উঠেছে ধৃতকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হোক।

পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ধৃত শ্রীকান্ত কেশরী পুলিশি হেপাজতে থেকেও ব্যবহৃত ঘাতক অস্ত্রের বিষয়ে পরিষ্কার করে প্রধান কর্তার উপস্থিতিতে যেসব নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে তদন্তের ক্ষেত্রে অনেকটাই অগ্রগতি আসবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পরীক্ষা ভালো না হওয়ায় আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: অন্ধ পরীক্ষা ভালো হয়নি। সেই অবসাদে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এক ছাত্রী। উদ্ধার হয়েছে সুইসাইড নোট। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গার বেড়াচাঁপা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব চন্দনা গোবরা পাড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নাসিমা খাতুন (১৭)। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বারাসত জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।



পরীক্ষা। পরিবার সূত্রে জানা গেছে এদিন সকালে উঠে বাড়ির লোকজন দেখেন নাসিমার ঘরে আলো জ্বলছে। প্রথমে দেগঙ্গার চৌরশ্বরী হাইস্কুলে। বৃহস্পতিবার ছিল অন্ধ পরীক্ষা। নাসিমার অন্ধ পরীক্ষা ভালো হয়নি। পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে ফিরে সে কথা বাবা মাকে জানিয়েছিলেন নাসিমা।

নাসিমা। সন্দেহ হওয়ায় পরিবারের লোকজন দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। তারা দেখেন ফ্যানের রডের সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে নাসিমা। খাটের ওপর পড়ে আছে ছপাতার একটি সুইসাইড নোট। পরিবারের লোকজনের চিৎকার চোঁচামেচিতে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। তারাই খবর দেন পুলিশকে। পরে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

কাকা মফিজুল ইসলাম বলেন, বৃহস্পতিবার পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে ফিরে বলেছিল তার অন্ধ পরীক্ষা ভালো হয়নি। কিন্তু তার জন্য কেউ তাকে বকাবকি করেনি। সকালে শুনি আত্মঘাতী হয়েছে নাসিমা। কেন যে সে এমন করল বুঝতে পারছি না। দেগঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, অন্ধ পরীক্ষা ভালো না হওয়ায় অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছে ওই ছাত্রী। এ সংক্রান্ত সুইসাইড নোটও পুলিশ উদ্ধার করেছে।

কারখানার বয়লারের হপারে পড়ে পাণ্ডুয়ায় শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডুয়া: গেঞ্জি কারখানার চোঙায় পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। ঘটনা পাণ্ডুয়ার হরাল দাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরাল গ্রামে। মৃতের নাম তাপস রায় (২৮)। বাড়ি মেমারির খেরো এলাকায়।

জানা গিয়েছে, রাইস মিল থেকে লরিতে তুষ নিয়ে আসেন সাত জন শ্রমিক। লরি খালি করে শ্রমিকরা কেউ স্নান করতে, কেউ শৌচকর্ম করতে, কেউ খেতে যান। বেশ কিছুক্ষণ তাপসকে দেখতে পাচ্ছিলেন না কেউ। তাঁর খোঁজ শুরু হয়। তাঁর একটি পা দেখা যায়। গ্যাস কাটার দিয়ে হপারের নীচের অংশটা কেটে বের করে আনা হয় শ্রমিকের।

পাণ্ডুয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা শ্রমিককে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশের অনুমান, ওই শ্রমিক পা পিছলে হপারে পড়ে যান। সম্ভবত দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয় চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। পাণ্ডুয়া থানার ওসি শিবাজি গুহ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান। শ্রমিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। দুই শ্রমিক বলেন, ‘আমরা একসঙ্গে লরি খালি করলাম। তারপর যে যার কাজে চলে যাই। তাপসকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিছু সময় পর দেখি সিঁম বয়লারের তলায় পড়ে আছেন। কী করে ওখানে পড়লেন বুঝতে পারছি না।’

প্রতিবেশীদের ভয়ে মেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে না পারার আশঙ্কায় প্রৌঢ়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বলাগড়: কখনও চলে গালিগালাজ, কখনও মারধর অভিযোগ। প্রতিবেশীদের ভয়ে গ্রামেই ঢুকতে পারছেন না বলে দাবি। মেয়েরা পরীক্ষা দেবে কী করে, প্রশ্ন তুললেন হুগলির বলাগড়ের এক প্রৌঢ়া।

তার অভিযোগ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে চলে নিত্য অশান্তি। তাঁর নামে থাকা জমি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয় বলেও অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। পরিস্থিতি এতটাই চরমে পৌঁছেছে যে গত এক সপ্তাহ ধরে আত্মীয়দের বাড়ি বাড়ি ঘুরে থাকতে হচ্ছে তাঁদের। একাধিকবার এই নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলেও দাবি প্রৌঢ়ার। প্রৌঢ়ার দাবি, নাবালিকা তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘরছাড়া প্রৌঢ়া। দিনকয়েক বলাগড় থানায় তিনজনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। বলাগড় থানা তফশিলি জাতি উপজাতি আইনে মামলা রুজু করে। চুঁচুড়া আদালতে প্রৌঢ়ার গোপন জবানবন্দির জন্য পাঠায়।

স্বামী পরিত্যক্ত প্রৌঢ়া অভিযোগ, তাঁর দুই মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তাঁর ছেলে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। তিন সন্তানকে নিয়ে খুবই কষ্টে দিন কাটান তিনি।

প্রতিবেশীরা নানা ভাবে তাঁদের হেনস্থা করেন। প্রৌঢ়ার অভিযোগ, কলে জল নিতে দেওয়া হয় না তাঁকে। জাত তুলে গালগালি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। দুই মেয়ে কী করে পরীক্ষায় বসবে, তা নিয়ে দৃষ্টিভ্রান্ত প্রৌঢ়া।

তার বড় মেয়ের অভিযোগ, ‘পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিতে পারছি না। কী করে পরীক্ষায় বসব জানি না। আমরা দুই বোন পরীক্ষা দিতে চাই।’ গ্রামবাসী সুজন মণ্ডলের পাল্টা অভিযোগ, যেখানে বসে শিশুরা খেলা করে, সেখানে অপর্যাপ্ত করেছিলেন ওই প্রৌঢ়া। এই ঘটনার পর পাণ্ডায় সালিশি সভা ডাকা হয়, সেখানে পঞ্চায়েত সদস্যরাও ছিলেন। কিন্তু প্রৌঢ়া আসেননি বলে দাবি গ্রামবাসীদের। সুজন মণ্ডলের দাবি, ‘কেউ গুঁকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়নি। উনি বাড়িতে যখন খুশি আসতে পারেন। কেউ বাধা দেবে না।’ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র জানান, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুই মেয়ে যাতে পরীক্ষা দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হবে।

পাথরপ্রতিমায় বাঘের আতঙ্কে ট্রাপ ক্যামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাথরপ্রতিমা: গত চার মাস ধরে এলাকায় রয়েছে বাঘের আতঙ্ক। পাথরপ্রতিমার শ্রীধরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বিষয়টি বিভিন্ন দপ্তরে জানানো হয়েছিল। এরপরই নড়েচড়ে বসে বন দপ্তর। সম্প্রতি এই বিষয় নিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে একটি বিশেষ বৈঠক করলেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা। শ্রীধরনগরের থেকে ঠাকুরান নদীর পূর্ব দিক বরাবর জঙ্গল ধরে উপেন্দ্রনগর তমলুকপাড়া পর্যন্ত বাঘের বিচরণ স্থল। বাঘের এই আসা যাওয়ার জায়গায় তিনটি পর্যায়ে ৬টি ট্রাপ ক্যামেরা লাগানোর বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় বৈঠকে।

বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, ওই এলাকায় ট্রাপ ক্যামেরা

লাগানো হবে। ক্যামেরাগুলির দেখাশোনা করবে গ্রামবাসী ও পঞ্চায়েত। ওই ট্রাপ ক্যামেরার ছবি দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

পাশাপাশি শ্রীধরনগরের ওই এলাকা জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ধনচি জঙ্গলের লাগোয়া নদীতে বন দপ্তরের কর্মীরা রাতের লক্ষ্যে করণ পাছরা দিচ্ছেন। এই বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভাগীয় বনাধিকারিক (ডিএফও) বলেন, ‘ইতিমধ্যেই বৈঠক করেছি। আতঙ্কপ্রস্ত সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে আপতত ৩টি পর্যায়ে ৬টি ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে।’

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড				
রেজিস্টার্ড অফিস : “বিভ্লা বিল্ডিং”, ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১				
CIN : L34103WB1942PLC018967 টেলি: +৯১ ০৩৩ ২২৪৪৩৯৩২ ফ্যাক্স: +৯১ ০৩৩ ২২৪৪৩০০৫৫				
ই-মেইল : hmcosecy@hindumotor.com; ওয়েবসাইট : www.hindumotor.com				
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সারাংশ				
বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় / অন্যান্য আয়	১,২৫৫	১,২৯৫	২৫	
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	১,১২২	৯১৯	(১৪৯)	
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	১,১২২	৯১৯	(১৪৯)	
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	১,১২২	৯১২	(১১৫)	
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	১,১২৩	৯৩৫	(১০৯)	
ইকুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াস্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে পরিমাপ ব্যতীত)	১০৪৩৩	১০৪৩৩	১০৪৩৩	
শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভালু ৫/- টাকা প্রতি শেয়ার)				
মৌলিক এবং মিশ্রিত :	০.৫৪	০.৪৫	(০.০৬)	
দ্রষ্টব্য :				
১. ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পর্যালোচনা পর্দা দ্বারা উপরে ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।				
২. ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেটি যা স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিসিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লেজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই এবং এনএফই-র ওয়েবসাইটে যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.hindumotor.com -তে।				
হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড -এর পক্ষে স্বা/-(উত্তম বোস) ডিরেক্টর				
তারিখ : ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ স্থান : কলকাতা				

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিঃ									
রেজিস্টার্ড অফিস : “বেবর্বা” (৪৪ফ), ৪, কী রোড, কলকাতা-৭০০০২০									
CIN No: L74300WB1983PLC036342									
দূরভাষ : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২/০৫৪৪, ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২২৮৭-৪০৪২, ২২৪০-৬৮৮৪									
ই-মেইল আইডি : smifscap@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.smifscap.com									
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল									
(লক্ষ টাকায়)									
বিবরণ	স্ট্যান্ডআলোন			কনসোলিডেটেড					
	ত্রি মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব বর্ষের সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব বর্ষের সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব বর্ষের সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)
কার্যাদি সূত্রে মোট আয় (নিট)	২১,৫০২.৯৬	১,১৪৫.৫৫	৫,৭৩৯.১২	২১,৫০৬.৭৫	১,২০০.২৬	৫,৭৫৭.৫৮	২১,৫০৬.৭৫	১,২০০.২৬	৫,৭৫৭.৫৮
নিট লাভ/(+)/ক্ষতি(-) কর পূর্ববর্তী	২১,৫০২.৯৬	১,১৪৫.৫৫	৫,৭৩৯.১২	২১,৫০৬.৭৫	১,২০০.২৬	৫,৭৫৭.৫৮	২১,৫০৬.৭৫	১,২০০.২৬	৫,৭৫৭.৫৮
নিট লাভ/(+)/ক্ষতি(-) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য মোট আনুপাতিক আয় সময়কালের জন্য [লাভ/(ক্ষতি) করের পরে এর জন্য এবং অন্যান্য আনুপাতিক আয় করের পরে এর জন্য]	৫৬৩.৭৪	৯৪.২৫	১৬০.৫৬	৫৬২.০০	৮৫.৭৭	১৭১.৮৬	৫৬২.০০	৮৫.৭৭	১৭১.৮৬
চুকিয়ে দেওয়া ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০
শেয়ার-পিছু আয় (ইপিএস) (ব্যবিক্রিত নয়)	২.৮৩	০.২৫	০.৮২	২.৮০	০.২৬	০.৯১	২.৮০	০.২৬	০.৯১
ক) মৌলিক (২)	২.৮৩	০.২৫	০.৮২	২.৮০	০.২৬	০.৯১	২.৮০	০.২৬	০.৯১
খ) মিশ্রিত (২)	২.৮৩	০.২৫	০.৮২	২.৮০	০.২৬	০.৯১	২.৮০	০.২৬	০.৯১
১. উপরোক্তটি সেবি (লিসিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লেজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক/নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক/নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.smifscap.com -এ।									
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিঃ-এর পক্ষে উৎসব পায়ের চেয়ারম্যান									
স্থান : কলকাতা তারিখ : ০৯.০২.২০২৪									

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L74140WB1996PLC081521

রেজিস্টার্ড অফিস : ২৫, গাশেচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩

টেলি: ৯১-৩৩-২২৪৪৩০৮/০৯/১০, ফ্যাক্স: ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০,

ই-মেইল আইডি : kejrivala@shalimarwires.com, ওয়েবসাইট : www.shalimarwires.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের

অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

টাকার অঙ্ক লাখে

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস সমাপ্ত (৩১/১২/২০২৩) অনিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত (৩০/০৯/২০২৩) অনিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত (৩১/১২/২০২২) অনিরীক্ষিত	নয় মাস সমাপ্ত (৩১/১২/২০২৩) অনিরীক্ষিত	নয় মাস সমাপ্ত (৩১/১২/২০২২) অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৩) অনিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২,৯৪৫.৯৯	৩,৩৩৫.৭০	৩,০৩২.৫৩	৪,৯২৯.১৫	৮,৯৭০.৩২	১২,০৯৯.৯৫
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(১০৯.৯২)	১৭৩.০৪	১০৬.৬৭	১৫৭.০১	২৩০.৭০	৫১.৬৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১০৯.৯২)	১৭৩.০৪	১০৬.৬৭	১৫৭.০১	২৩০.৭০	৬৫২.৯২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১০৯.৯২)	১৭৩.০৪	১০৬.৬৭	১৫৭.০১	২৩০.৭০	৬৫২.৯২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং (কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয়]	(১০৯.৯২)	১৭৩.০৪	১০৬.৬৭	১৫৭.০১	২৩০.৭০	৬৫২.৯২
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (২/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং আচলতি কার্যাদির জন্য)						
	মৌলিক	(০.২৬)	০.৪০	০.২৫	০.৩৭	০.৫৫	১.৫৩
	মিশ্রিত	(০.২৬)	০.৪০	০.২৫	০.৩৭	০.৫৫	১.৫৩

দ্রষ্টব্য :

১. উপরে ফর্মটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে ৩য় ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ যা সেবি (লিসিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লেজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। কোম্পানির ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্মটি কোম্পানির এবং স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-র ওয়েবসাইটে থেকে পাওয়া যাবে।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে

সুনীল শৈলভন

চ্যেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

DIN No. 00385966